উত্তরগঠনতান্ত্রিক মার্ক্সীয় উত্তরাধিকার

অভীক চট্টোপাধ্যায়

Labour is the living, form-giving fire; it is the transitoriness of things, their temporality, as their formation by living time.

– Karl Marx, Grundrisse

বস্তুতাত্ত্বিক সময়কে কখনো ঘড়ির কাঁটায় মাপা যায় কি? শ্রমের অন্তর্লীন সময় প্রবাহিত বস্তুরও শিরায়-ধমনীতে। অথচ ‘‘উত্তরাধুনিক’’ তকমা দিয়ে এই প্রবহমানতা, যার পরতে-পরতে চ্যুতি, তাকে পণ্যায়িত করার কী অসাধারণ এবং কুশলী অপচেষ্টা পুঁজিবাদী বাস্তববাদের কথা-বলা পুতুলগুলির। কিন্তু এই পুতুলগুলিকে যে বা যা কথা বলাচ্ছে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম মাস্টার ভেনট্রিলোকুইস্টের ‘‘অদৃশ্য হাত’’ অদৃশ্যই থেকে যাচ্ছে। চ্যুতিময় সময়কে "homogenise" বা একীভূত করার চেষ্টা যদি স্বয়ংক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে এটিও স্মরণে থেকে যায় যে সময়ের বুননে সর্বদা এবং ইতিমধ্যেই অস্তিত্বময় ফাটলও একইরকম auto-creative বা স্ব-উদ্ভূত।

মনে পড়ে যায় ১৯৭৪-এ অত্মপ্রকাশ করা অ্যালান পাকুলা-র ফিল্ম The Parallax View-এর কথা। এই ছবির মুখ্য বিষয়বস্তু কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়; বরং The Parallax View বা বিষমবাদী দৃষ্টিকোণটি এখানে সরাসরি দর্শকের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্যারাল্যাক্স ভিউ-র শেল্ফে রাখা হয়েছে একটি রেখাচিত্র বা ডায়াগ্রাম, যার মাধ্যমে ফুটে ওঠে সম্পূর্ণ ভুল রাস্তায় চলতে থাকা একটি বিজনেস এথিক্সের মডেল। এই মডেল অনুসারে ‘‘ব্যক্তিগত দায়’’ এবং ‘‘কর্তব্য’’ প্রভৃতির ধারণা একেবারেই অচল। এই The Parallax View একটি ‘‘মেটা-কনস্পিরেসি’’ ফিল্ম। অর্থাৎ এই চক্রান্ত যে-সে চক্রান্ত নয়—চোখে আঙুল দিয়ে ছবিটি দেখায় ‘‘অপরাধ’’ নামে রহস্যটির যবনিকাপাত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অসহায়তা এবং অবশ্যই অক্ষমতা। এমনকি এখানে তদন্ত করার পদ্ধতিগুলিই অপরাধকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে সাহায্য করে। প্রতিটি অনুসন্ধানী পদক্ষেপকে অবলম্বন করে লতানো গাছের মতোই অপরাধ বিস্তার লাভ করে থাকে। সত্যান্বেষী ওয়ারেন বেটি-র চরিত্রটি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় একটি অতি অবলীলায় এবং অবহেলায় চাপ দেওয়া কর্পোরেট ট্রিগারে। এখানে প্যারাল্যাক্স কর্পোরেশনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়না। মনে হয় এই কর্পোরেশন যেন বা রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যবর্তী "displacement"-এ বিলীন। বোঝা দুঃসাধ্য যে এই কর্পোরেট সংস্থা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে চালিত কমার্শিয়াল ফ্রন্ট কিনা। না কি সরকারের সম্পূর্ণ মেশিনারি-ই এই সংস্থার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত একটি ফ্রন্ট বিশেষ? বোঝা যায় না সংস্থাটির আদৌ ‘‘অস্তিত্ব’’ আছে কিনা। বোঝা যায় না—এই সংস্থার কার্যপ্রণালী নিজেদের ‘‘অস্তিত্বহীন’’ বলে প্রমাণ করার লক্ষ্যেই অবিচল কিনা। অথবা তাদের অস্তিত্ব আরো জোরালোভাবে তারা জানান দিচ্ছে

কিনা। এই বোঝা না যাওয়া কিংবা বুঝতে না দেওয়া; কিংবা এতটাই বুঝতে দেওয়া যে না বোঝার পর্যায়ে চলে যাওয়া—এই হল পোস্টমডার্ন ক্যাপিটালিস্ট কনস্পিরেসির গোড়ার কথা। এখানে যা হয় না তা হল— কোনো ধরনের সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ বা নির্ধারিত হাতবদল। কারণ প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ এর-ই "centre of gravity" আছে—তা একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু তা অন্য কোথাও, অন্য কোনো খানে। উদাহরণ স্বরূপ (খুবই সস্তা উদাহরণ যদিও), ‘‘পে টি এম-এর কর্ণধারের নাম কারো জানা আছে কি?’’ —এই প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। ‘‘বিট কয়েন’’ নামক পদার্থটি যদি কেউ হ্যাক করে—সেই হ্যাকারের শনাক্তকরণ সম্ভব কি? এও এক প্রশ্ন।

জুডিথ বাটলার তাঁর "Frames of War"-এ একটি পরিভাষা ব্যবহার করেন—"Responsibilization", অর্থাৎ দায়িত্বজ্ঞান নিশ্চিত-করণ। এবং অবশ্যই এই ‘‘দায়িত্ব’’ ‘‘সকলের এবং প্রত্যেকের’’—এই তকমা বা নিদান দিয়ে গভর্নমেন্ট মেশিনারির ক্রমশ সরে পড়া বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটিই সর্বাগ্রে আটকানো দরকার। যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ভারসাম্যহীনতার জন্য যদি ‘‘প্রত্যেক’’-কে দায়ী করা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত কেউ-ই আর দায়ী থাকে না। তখন "subject" একটি থাকে বটে, কিন্তু তা হয়ে পড়ে "impersonal subject" —যার না আছে ‘‘দায়’’ না আছে দায়িত্ব পালন করার কোনো গরজ। এইরকমই একটি কর্পোরেট কাফকার ‘‘দ্য কাসল্’’ উপন্যাসে দেখা যায়। মার্ক ফিশার তাঁর "Capitalist Realism : Is There No Alternative" বইতে এই প্রসঙ্গে অসাধারণ বলেছেন : The supreme genius of Kafka was to have explored the Negative Atheology proper to Capital : the centre is missing, but we cannot stop searching for it or positing it. It is not that there is nothing there – it is that what IS there is not capable of exercising responsibility." [pp 65]

এই উদ্ধৃতিতে "Negative Atheology" কথাটি লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত এই নেতিবাচক মেশিনারি যেহেতু নিজেকে ‘‘প্রত্যয়িত’’ করার ঘোর বিরোধী, তাই সে কোনো ‘‘দায়’’-ও রাখতে বা নিতে চায় না। দ্বিতীয়ত এর যদি বা কোনো দূরতম মতাদর্শও থেকে থাকে তবে তা "atheology" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানেই ক্যাপিটালিজম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং রক্ষা করার দারুণ উপায় প্রস্তুত করে রেখেছে। কারণ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ম্যাথমেটিক্সের মতো এও সর্বদা বিনির্মিত বা "deconstructed" অবস্থায় থাকে। যেহেতু এর ‘‘উৎস’’ অনির্ধারিত, তাই হাইড্রার মতো এর একটি মাথা কাটলে আরেকটি মাথা সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে অস্ত্র দিয়ে একে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে, তাকেই সে নিজ চলনের এবং বাচনের অংশ করে নেয়। মার্কস নিজেও এই কথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ক্যাপিটালিজমের মধ্যে ফিউডালিজমকে প্রতিহত করার ক্ষমতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সর্বগ্রাসী রূপটি সম্পর্কে সচেতনও করেছিলেন। এই জন্য ‘‘মানুষ’’-কে রাখতে চেয়েছিলেন তার ফিলজফিকাল ডায়নামিজমের কেন্দ্রে—"Mankind thus inevitably sets itself only such tasks as it is able to solve, since closer examination will always show that the problem arises only when the material conditions for its solution are already present or at least in the course of formation." [Early Writings, Appendix, Karl Marx, P.P. 426]

জিল দেল্যুজও একথা স্বীকার করেন—সমাধান যেহেতু সমস্যার অন্তর্ভব বা "immanent", তাই মানুষও একটি "desiring machine" হিসেবে "anti-hyle" বা ক্যাপিটালিস্ট স্রোতের

প্রতিরোধী একটি অ্যাসেমব্লিক স্রোত তৈরি করতে পারে। ক্যাপিটালিজমের বাড়বাড়ন্ত আগে থেকেই আঁচ করতে পেরে মার্ক্স তার অ্যান্টিডোট হিসেবে "theory of alienation"-কে সামনে আনেন। এবং তা করেন তিনি ‘‘ক্যাপিটাল’’-এর প্রথম খণ্ডটি লেখার অনেক আগেই—সেই ১৮৪৪ সালে : ... "for capital is accumulated labour; that is to say, when more and more of the worker's products are being taken from him, when his own labour increasingly confronts him as alien property and the means of his existence and of his activity are increasingly concentrated in the hands of the capitalist." [Economic and Philosophical Manuscripts, Marx. P. 07]

কিন্তু, মার্ক্স "accumulation of capital" সম্পর্কে যে শ্রমিককে সচেতন করতে চেয়েছিলেন সে সেই উনিশ শতকে ফ্যাক্টরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে পোস্ট-পোস্টমডার্নিস্টিক সময়ে ‘‘ফ্যাক্টরি’’-র সংজ্ঞাও পাল্টেছে। আর "accumulation of capital"-ও সম্পূর্ণ বিমূর্ততার আড়ালে চলে গেছে। কম্যুনিজমের ইতিহাস নিয়ে চর্বিত চর্বনের আর দরকার নেই বলে যে তথাকথিত মার্ক্স-পন্থীরাও মনে করেন—তাঁরা বোঝেন না যে তাঁরাই নিজেদের হাতে ক্যাপিটালিজমের প্রিয় "dehistoricization"-এর রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছেন। ক্যাপিটালিজমের নিজস্ব ক্ষমতা (বা বলা ভাল ‘‘প্রাণভোমরা’’) যে কৌটোয় ভরা আছে তা হল ‘‘ক্যাপিটালিস্ট-বিরোধী’’ শিবিরের "unbound nihilism"। আল্যাঁ বাদিউ তাঁর "The Communist Hypothesis" বইতে যথার্থই বলেছেন— 'For a politics of emancipation, the enemy that is to be feared most is not the repression at the hands of the established order. It is the interiority of nihilism and the unbound cruelty that can come with its emptiness'. (P 32)

কিন্তু এই "dehistoricization" হঠাৎ শুরু হওয়া কোনো ঘটনা নয়। বেশ কিছু আপাত-নিরুপদ্রুত পরিমণ্ডলে ইতিহাসের নির্বীর্যকরণ সম্ভব করেছে পুঁজিবাদ। প্রথমত, জনমানসে এ এক বিশ্বাস তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। জনসমর্থনও আদায় করে নিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছে—পৃথিবীর তথা বিশ্বজগতের ‘‘বিনাশ’’ আমরা সম্ভব বলে মনে করতেই পারি, কিন্তু পুঁজিবাদের বিনাশ ‘‘অকল্পনীয়’’। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস তাঁদের ‘‘দ্য কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো’’তে লিখেছিলেন— Capital has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervor, of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism in the icy water of egotistical calculation. It has resolved personal worth into exchange value, and in place of the numberless indefeasible chartered freedoms, has set up that single, unconscionable freedom – Free Trade. In one word, for exploitation, veiled by religious and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitation." কিন্তু মজার কথা হল বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদ এতটাই "atheology" মেনে চলে যে সে ‘‘ধর্ম’’-কে আবার ফিরিয়ে এনেছে, নিজের কাছে লাগানোর জন্য। তৈরি করছে "artificial religion" যার প্রধান শক্তি বিরামহীন উন্মাদনা। যা প্রস্তুত করে দেয় অস্ত্র-ব্যবসার উর্বর ক্ষেত্র। ক্যাপিটালিজম মার্ক্স-এঙ্গেলস বর্ণিত ‘‘ইগো’’-টিকে পরিহার করেনি; কিন্তু স্বযত্নে রেখেছে লুকিয়ে। ধর্মকে ঘোড়া হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং ‘‘রাজনীতি’’ এক্কাগাড়ি। রাস্তাটি অবশ্যই পুঁজিবাদী পিচে গলানো। কোনো কেন্দ্রীয় ‘‘সেন্সর’’ নেই এখন। জনগণই

স্বতোপ্রণোদিত হয়ে নিজেরা নিজেদের ‘‘সেন্সর’’ করার কাছে লিপ্ত। ক্যাপিটালিজম হল "dummy god" — তার হয়ে মানুষই সমর্থন জোগাড় এবং আদায় করে এনে দিচ্ছে। পুঁজিবাদের শোষণ-নীতিও এই উত্তর-উত্তরাধুনিক সময়ে পুরোমাত্রায় "indirect"। বাদিউ যথার্থই বলেছেন— "We live in a contradiction .... a brutal state of affairs, profoundly in-egalitarian – where all existence is evaluated in terms of money alone – is presented to us as ideal. To justify their conservatism, the partisans of the established order cannot really call it ideal or wonderful. So instead, they have decided to say that all the rest is "horrible". Sure, they say, we may not live in a condition of perfect Goodness. But we're lucky that we don't live in a condition of Evil. Our democracy is not perfect. But it's better than the bloody dictatorships. Capitalism is unjust. But it's not criminal like Stalinism. We let millions of Africans die of AIDs, but we don't make racist nationalist declarations like Milosevic. We kill Iraqis with our airplanes, but we don't cut their throats with machetes like they do in Rwanda, etc."

অর্থাৎ দরকার হলে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর হতে হবে বৈকি! তা তো জনগণের ভালোরই জন্য। পাকিস্তানিরা যেমন ভারতীয় জওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে যায়—ততটা ‘‘বর্বর’’ আমরা নই। আমরা ‘‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’’ করে থাকি। মিডিয়াকে আমরা ‘‘কিনে’’ নিই না। মিডিয়াই জনগণের বিবেক (যেমন রিপাবলিক টি.ভি.র অর্ণব গোস্বামী আপামর ভারতবাসীর ‘‘বিবেক’’) এবং তা আমাদের "follow" করে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে লাইন দেয় ব্যাঙ্কের সামনে—অচল নোট জমা দেওয়ার জন্য—শুধু ‘‘দেশের ভালোর’’ জন্য। কালো টাকা উদ্ধারের বদলে যখন সব কালো টাকাই সাদা হয়ে যায়, তার জন্য দায়ী থাকেন ‘‘অসৎ ব্যাঙ্ককর্মী’’-রা। আমরা নই। দেশভক্তি এতটাই উপচে পড়ে যে আমাদের দ্বারা "elected" সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যখন চার সিনিয়র বিচারপতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন, তখন আমরা নয়, মিডিয়াই বলে দেয় ওনাদের সঙ্গে কেরালা-কর্ণাটকের ‘‘লেফ্ট লিডার’’দের গোপন আঁতাত ছিল। সেকুলারিজম এখন তো নিওলিবারাল—গর্ভজাত একটি ‘‘বাস্টার্ড’’ শব্দ। তাই যাঁরা ‘‘পদ্মাবত’’ (নাম পরিবর্তন করেও রক্ষা নেই) ফিল্মটিকে ছাড়পত্র পাওয়ানোর জন্য উদগ্রীব তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় "Sickcular" বলে চিহ্নিত হন এবং ‘‘ট্রোলায়িত হন’’। মিশেল ফুকোর কথা বললে তাঁরা "western ass-kissing-suck-up" বলে বিবেচিত হবেন, অথচ দেশের প্রধানতম মন্ত্রী, শ্রী ডোনাল্ড ট্রাম্প বা শ্রী নেতানিআহু-র বাহুবন্ধনের উষ্ণতা নেন বছরে তিন থেকে চার বার। অমর্ত্য সেন নামক ‘‘ভুল করে নোবেল পাওয়া’’ অর্থনীতিবিদ ‘‘মোদিনোমিক্স’’ বোঝেন না। FRDI বিল-এর ‘‘সুফল’’ সম্পর্কে প্রশ্ন করাটিই তাই মূর্খতার পরিচয়। গ্রীসের সিরিজা সরকারের অর্থমন্ত্রী তাঁর দেশের অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের জন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অকর্মন্যতাকে দায়ী করে বলেছিলেন যে, সকল দেশের ‘‘ব্যাঙ্ক’’ শক্তিশালী, তারা ‘‘ট্যাঙ্ক’’-এর প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করবে না—যদি অন্য দেশের ওপর প্রভুত্ব খাটানোর কথাও আসে। কিন্তু ‘‘ক্যাপিটালিজম’’-এর কোনো ‘‘মুখ’’ নেই। আছে বিচিত্র সব মুখোশ। অসংখ্য মুখোশ। যখন যেটি দরকার হয়—সেটিই তাক থেকে নামিয়ে পরে নেওয়া হয়। সুতরাং ইয়ানিস ভারুফাকিসের কথা ভারত (বা ইন্ডিয়া) নামক দেশের ক্ষেত্রে খাটে না। এখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ‘‘প্রধান’’ বলে কেউ নেই। ব্যাঙ্কের "autonomy" এখানে হরণ করা হয়েছে।

জনগণেরও সায় আছে তাতে। ‘‘দেশের উন্নতি’’-র জন্য জেনে বুঝে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আপাতত শীতঘুমে পাঠানোর সমস্ত বন্দোবস্তই পাকা। শেয়ার সূচকের ওপরে ওঠাটিই কাম্য। সুতরাং শেয়ার, ডিবেঞ্চার এবং মিউচুয়াল ফাণ্ডই এখানে আলট্রা-ক্যাপিটালিস্টদের পছন্দ। "consent" না থাকলেও সমস্যা নেই। consent "manufactured" হয়ে যাবে। মার্ক্স এসব দেখলে কী বলতেন? জিজেকতো মনে করেন সোশালিজমের পুনরুত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় "necessary evil" — এই সমস্ত ক্যাপিটালিস্ট এবং সিউডো-ফ্যাসিস্ট ডেমোক্র্যাট-রা। তিনি মনে করেন একজন থেরেসা মে-ই তুলে আনতে পারেন একজন জেরেমি করবিন-কে। ‘‘নিহিলিজম’’কে প্রতিহত করতে বাদিউ এবং জিজেক সামান্য কিছু মতপার্থক্য থাকলেও— প্রায় একই পথের পথিক।

একাডেমিক জগৎও "incorporated" হয়ে গেছে পোস্টমর্ডানিস্ট ক্যাপিটালিস্ট মাল্টিপ্লিসিটিতে। চার্লস ফার্গুসন-এর "Inside Job" (২০১০) ডকুমেন্টারিটি দেখলেই বোঝা যাবে কীভাবে তাবৎ একাডেমিশিয়ানরা শুধুমাত্র ডলারের বিনিময়ে ‘‘অব্যর্থ ভুল এবং বিপজ্জনক’’ জেনেও সেই সব আর্থিক এবং রাজনৈতিক নীতিই রীতিমতো "promote" করেছিলেন যার সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ২০০৮-এ লেম্যান ব্রাদার্স-এর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এবং বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অর্থাৎ, সেদিক থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতোই এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও (এবং তার ক্যানসার গ্রোথের মতো বর্তমান নিরাময়হীন অবস্থা) অবশ্যই "manufactured"। জাক দেরিদা যে "university without condition"-এর কথা বলেছিলেন— বাস্তবে ঘটলো তার ঠিক উল্টোটিই এবং সেই ব্যবস্থা বহাল রাখতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই যথেষ্ট ‘‘সদর্থক’’ ভূমিকা নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। তাঁদের "desiring machine"-ও ক্যাপিটালিস্ট তেলেই চলছে।

ঠিক এই কারণেই ১৯৬৮-র মে-এর মতো বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার বা দানা বাঁধার মতো কোনো উর্বর ক্ষেত্রই পাচ্ছে না। যেকোনো প্রতিবাদই এমন একটি ‘‘কার্নিভালেস্ক’’ চেহারা নিচ্ছে যে তা পরিণত হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট বিজ্ঞাপনে। মিডিয়া সহজেই প্রোটেস্ট অ্যাক্টিভিটি কভার করার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ ডেমোক্রিসি-র কোনো খামতি নেই। ২০০৮-এ লেম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হয়ে গেলে ক্যাপিটালিজম পুনরায় রক্ত দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে উজ্জীবিত করে তার ‘‘প্রয়োজনীয়তা’’ জানান দেয়। মার্ক্স তো "exchange value" যাতে "labour-price" কে গিলে না খেয়ে ফেলে—সেই সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে "exchange value"-ই গোল্লায় গিয়েছে। শ্রমিকের জায়গায় মেশিনই "work-force"। এরই আরেক নাম ‘‘অগ্রগতি’’। "The Wire" পত্রিকায় সাইমন রেনল্ডস সেই ১৯৯৬ সালেই লিখেছিলেন— "Now "Real" means the death of the social; it means corporations who respond to the increased profits not by raising pay or improving benefits but by downsizing, laying off the permanent workforce in order to create a floating employment pool of part-time and freelance workers without benefits of job security."

এই হল একবিংশ শতকের "business-ontology"-র মূল কথা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এই সবই এখন ‘‘প্রাইভেটাইজড’’ ব্যবসা। কিন্তু বেকারত্বর সমস্যাটি জিইয়ে রাখাই এই অন্টোলজির শর্ত। এইটিই হল "New Natural Order" বা "Norm"—যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সেই

প্রতিবাদ হাস্যকরভাবে খারিজ হওয়াটিও "Norm"-ই বটে। ফুকো, বাদিউ বা ওনাদের অগ্রজ ব্রেখট্ পর্যন্ত সকলেই এই "natural order"-কে ভেঙে ফেলার কথা বলেন। আন্তেনিও নেগ্রি-ও এই হেতু দরকার হলে ‘‘ভায়োলেন্স’’-কে হাতিয়ার করার কথা বলেছেন। উক্ত নর্মালাইজেশনের আরেকটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা সাইড-এফেক্ট হল সীমাহীন উদ্বেগ বা "anxiety"। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের এখনকার ‘‘প্রোলেতারিয়েত’’ হোয়াইট-কলার ওয়ার্কাররা সদা-সন্ত্রস্ত। ফুকো-কথিত ‘‘প্যানঅপটিকন সারভেইলেন্স’’ এখন এইসব হোয়াইট-কলারদের অবচেতনে বিস্তৃত। তারা নিজেদের নিজেরাই ‘‘সেন্সর’’ করে থাকেন। স্ক্রুটিনাইজ করে থাকেন। মার্ক ফিশার খুব একটা ভুল বলেননি; তাঁর কলমে ফুটে ওঠে এই বাক্যগুলি— "It is a matter not of apathy, nor of cynicism, but of REFLEXIVE IMPOTENCE. They know things are bad, but more than that, they know they can't do anything about it .... Depression is endemic .... what I would call DEPRESSIVE HEDONIA". (Capitalist Realism, Mark Fisher, P-21) এবং এই ডিপ্রেশন থেকে বাঁচার জন্য যেন-তেন-প্রকারেন ‘‘ফূর্তির উপকরণ’’ খুঁজে বেড়ানোই বর্তমান যুবাদের আদর্শ। পুঁজিবাদ আরো সহজ করে দিচ্ছে ড্রাগ চোরাচালান ও নাইট ক্লাবের গোলকায়ন। ফিশার-কথিত reflexive-impotence ক্যাপিটালিজমের মহান অবদান। খাদ্য-পানীয়-ড্রাগ-রমণী সহযোগে রমণে বর্তমান যুবসমাজ যতটা আসক্ত, সঠিক রাস্তায় চিন্তাটুকু পর্যন্ত করতেও তাদের ঠিক ততটাই অনীহা। হুক্কাবারে বা মাদকের ঠেকে লিবারাল কম্যুনিজম ভালোই চলে। বিপ্লব মানে ক্লাসে না উপস্থিত হয়েও পরীক্ষায় বসার দাবিতে উন্মত্ত তাণ্ডব। এমনকি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রও বুঝে ফেলেছে ‘‘নম্বর’’ পাওয়ার জন্য ঠিক কতগুলি বাক্য একটি প্যারাগ্রাফের জন্য বরাদ্দ। দেল্যুজ এবং গুয়াটারি তো সিজোফ্রেনিয়াকে ক্যাপিটালিজমের খোলস বলে মনে করতেন। আর এই মুহূর্তে বাই-পোলার ডিসঅর্ডার হল ক্যাপিটালিজমের অন্তঃপুরের বাসিন্দা।

এই হল আমাদের ‘‘পোস্টমর্ডান কনডিশন’’— যাকে ফ্রেডরিক জেমসন তাঁর "Antinomies of The Postmodern" প্রবন্ধে বলেন— ".... a purely fungible present in which space and Psyches alike can be processed and remade at will .... The reality here is akin to the multiplicity of options available on a digital document, where no decision is final, revisions are always possible, and any previous moment can be recalled at any time." যে গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ-কে মডার্নিজমও বিশ্বাস করেনি এবং যে মেটা-ন্যারেটিভ ছিল মডার্নিজমের ভাষ্য — প্রয়োজন হলে সে-সমস্তই ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়ে আনতে পারে এই পুঁজিবাদী বাস্তব-এর সৈন্য-সামন্তরা। এই কারণেই অ্যালাঁ বাদিউ মনে করেন যে ক্যাপিটালিজমকে প্রতিহত করতে পারে একমাত্র তার "rival"; কিন্তু কোনো "reaction" নয়। তাই বাদিউ জোর দেন দৃঢ় ‘‘পলিটিকাল সাবজেক্ট’’ তৈরির ওপর। আহ্বান করেন সাবজেকচুয়াল অ্যাডভেঞ্চারের। "What is To Be Done?" —বইতে তিনি বলেন— In my thinking, a subject is someone who decides to be faithful to an event that rips apart the fabric of purely individualistic and lackluster existence." (P-134)

মার্ক্সীয় ভঙ্গিতে বাদিউ একজন পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট চিন্তাবিদ হয়েও একথা ভুলে যাননি যে ‘‘পলিটিক্স’’ ব্যাপারটি সম্পর্ক তৈরির মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র চলতে পারে। কারণ এই

পরিসরেই সাবজেক্ট পারে নিজেকে এবং অন্যকে মেলে ধরতে। এই সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে "universalizable" এবং এই শর্ত পূরণ করতে পারলে তবেই সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। সমস্ত টপ-ডাউন পদ্ধতির পাঠ চুকিয়ে সাবজেক্টিভাইজেশনের পদ্ধতিটি হতে হবে বটম-আপ। চিন্তাবিদদের সরাসরি যুক্ত হতে হবে বুনিয়াদী এবং প্রান্তিক স্তরে, চিন্তার তথা প্রশ্ন করার বীজ বুনে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ এলাকাভিত্তিক ভাবে মানুষকে শিক্ষা নিতে হবে তার পরিচিত মাটি থেকে, জল-হাওয়া থেকে। বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে করতে হবে এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী তার কারিকুলাম নির্ধারণ। কোনো ওপরওয়ালার মাতব্বরী এখানে খাটবে না। অমর্ত্য সেন ঠিক এইটিই করতে চেয়েছিলেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত সাঁওতাল পরগণায় দিনের পর দিন এই উদ্দেশ্যেই পড়ে ছিলেন। কিন্তু যথারীতি কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য — কোনো সরকারই ওনাদের পাশে দাঁড়াননি। কারণটি সহজবোধ্য। এ-বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে "non-individualistic" বা অ-কেন্দ্রিক ‘‘সাবজেক্ট’’-কে। তবে মার্ক্স-এর সময়ে "exploitation" কথাটিরও একটা নির্দিষ্ট মানে ছিল। বর্তমানে এই শব্দের অর্থটিও এতটাই dissemination যে ‘‘সাবজেক্ট’’ গঠনের প্রক্রিয়াটিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই সম্পর্কে টনি নেগ্রির সাম্প্রতিক "From the Factory To The Metropolis (vol. 2)" বইটি একটি ভিন্নরূপ ডিসকোর্স সামনে নিয়ে আসে। এই বইতে নেগ্রি বলেছেন—"In the capitalism described by Marx, surplus value is built through the exploitation of the workers and is organised by the social division of labour and by the resulting hierarchy of functions and nations ... The flow of value runs everywhere, transversely across society, but it settles and deposits from which the value is once again extracted and renewed by social and technological languages." (P-18) এভাবে যদি উৎপাদন এবং শোষণ ভাষাকে, তথা অবচেতনকে "traverse" করে বা ছেদ করে যায়, তাহলে সাবজেক্টের বৌদ্ধিক স্তর ধরতেই পারে না পলিটিকাল ইকনমি কীভাবে শোষণের দ্বারা "value"-র চরিত্রটি গঠন করছে। ফুকো আমাদের আগেই সাবধান করেছিলেন ‘‘অর্গানাইজেশন’’-এর অন্তহীন জাল-বিস্তার সম্পর্কে। নেগ্রিও এখন আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন— "This is how education and training bursts onto the scene of political economy and, at this stage of transition to the hegemony of immaterial postmodern production, makes up its strategic centre." [From The Factory To The Metropolis, Vol.-II, by Antonio Negri, P-19]

যেহেতু সাবজেক্টিভিটিই বর্তমান ক্যাপিটালকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই চতুর দৃষ্টি রাখতে হবে ‘‘কম্পানি’’ যেন সাবজেক্টিভিটি তৈরির "dispositif" সমূহ দখল করে না নেয়। অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট সাবজেক্টিভিটির সমান্তরাল এবং পরিবর্ত সাবজেক্টিভিটির গঠন-প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া দরকার। ক্যাপিটালিস্ট শক্তি যদি ‘‘বায়োপলিটিক্স’’-কে হাতিয়ার করে থাকে, তবে বায়োপলিটিক্সই হয়ে উঠতে পারে একশ্রেণীর "cognitive proletariat" তৈরির উপায়—যারা ফিনানশিয়াল ক্যাপিটালিজম বা ‘‘ভাড়া দেওয়া’’ (আউটসোর্সিং-এ বিশ্বাসী) পুঁজিবাদকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলতে পারে। মার্ক্স কিন্তু বলেছিলেন যে প্রগতিশীল পুঁজিবাদ ক্রমশই বৌদ্ধিক স্নায়ুতন্ত্রে তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার "metropolitan

beehive" (নেগ্রির ভাষায়)—গুলিই হয়ে উঠেছে "social value" নিষ্কাশনের প্রাণকেন্দ্র। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রগুলিকে (যেমন— বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, পোষ্ট-অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি) কব্জা করে ‘‘সামাজিক পণ্য’’ গুলি থেকে চড়া মুনাফা লাভ করাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্য। তাই উৎপাদন যখন ক্রমশই "immaterial" এবং "virtual" হয়ে উঠেছে— তখন এটিও সর্বাগ্রে নিশ্চিত করা দরকার কীভাবে এই তথাকথিত "immaterial" উৎপাদনের মধ্যে "material" চ্যুতিগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং সেই চ্যুতি বরাবর বৌদ্ধিক এবং যান্ত্রিক কার্যপ্রণালী স্থির করা সম্ভব হয়। ‘‘আউটসোর্সিং-এর ফলে ফিলিপ্স, অ্যালকাটেল, মারুতি, হিরো-হণ্ডা, স্যামসুং প্রভৃতি সমস্ত টেলিকম্যুনিকেশন কিংবা গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কোম্পানিই আজ "companies without factories" বলে ধরা হয়। কিন্তু এইসব কোম্পানির সকল যন্ত্রাংশ তৈরিতেই হয়তো নিযুক্ত শ্রমিকদের ঘাম ঝরছে আরো বেশি। শোষণও চলছে যথারীতি নিজস্ব প্রাবল্যে। কিন্তু, "..... managements and shareholders will no longer be involved with the dirty stuff. Financial capital is hoping to shift the costs and risks of managing, the labour force on to subordinate segments of the production process." [Ibid, Negri, 14]

তাই, বর্তমান মেট্রোপলিটান মৌচাকগুলির মধ্যবর্তী "place" (বৌদ্ধিক ক্ষেত্র উপাদান) এবং "non-place" (সেই সব ভার্চুয়াল বা অসদ আউটসোর্সিং পদ্ধতি)-এর মধ্যে সংযোগসূত্রটি খুঁজে বার করে তাতে কগনিটিভ প্রোলেতারিয়েতদের দিয়ে বহু সংখ্যক এবং অনির্ধারিত বিপ্লবাত্মক উৎসমুখ তৈরি করতে হবে। এটিই হবে নতুন কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কর্মসূচির অন্যতম এজেন্ডা। কগনিটিভ লেবার যা বৌদ্ধিক শ্রমের উৎপাদন শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়াই এই নয়া ম্যানিফেস্টোর ডিসকোর্স হিসেবে গণ্য হবে। মার্ক্সের সময়ে কারখানায় যেভাবে শোষণ চলতো এখনও মেট্রোপলিসে সেভাবেই শোষণ চলে। শুধু তার ন্যারেটিভের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে শ্রমশক্তি শুধু "immaterial" হয়ে গেছে। তাই কারখানার দরজায় লাল কাপড় বেঁধে দিয়ে যেখানে ধর্মঘট পালন করা হত, বর্তমানে নতুন ধরনের ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করতে হবে ইনফরমেশন টেকনোলজির ভিতর থেকেই এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির দ্বারাই। আন্তোনিও নেগ্রির মতে— In this case the strike can succeed not just when it breaks the process of valorisation but when it recovers the independence, the consistency of living labour, when it becomes a productive act. In the strike, machinic living labour breaks the algorithm in order to build new networks of signification." [Notes on the Abstract Strike in First Fruits of the New Metropolis, by Toni Negri, P-16] নেগ্রির এই উক্তিতে লক্ষ করার মতো বিষয় হল ক্যাপিটালিস্ট নেটওয়ার্কের অ্যালগোরিদম ভেঙে ফেলে বা তাতে ‘‘বিঘ্ন’’ ঘটিয়ে নতুন ধরনের ওয়ার্ক-কোড এবং ওয়ার্ক-এথিক্স তৈরি করা। এটিই পোস্ট-ফোর্ডিস্ট এবং ক্যাপিটালিস্ট রিয়ালিস্ট যুগে ধর্মঘটের প্রকৃত রূপ বলে নেগ্রি মনে করেন। মার্ক্সীয় কোনো ধর্মঘট-ই ‘‘কর্মনাশা’’ নয়, কারণ তা কর্মপদ্ধতির পরবর্তী অভিমুখ রচনা করে। নেগ্রিও যে অ্যাবস্ট্রাক্ট স্ট্রাইকের কথা বলেন,—সেখানে বৌদ্ধিক শ্রমের "productive act" এর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এই সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ অ্যালগোরিদম-কে নিজ প্রবাহে পরিচালিত করবে। অ্যালগোরিদমে ‘‘বুদ্ধিক্ষেপ’’ করা ভীষণ জরুরি, কারণ—সাবজেক্টিভিটিই

অ্যালগোরিদম তৈরি করে। তাই অ্যালগোরিদম-এর বিনির্মাণ ঘটালে সাবজেক্টিভিটির নবতম দুয়ার খুলে যেতে পারে। ক্যাপিটালিজমের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রস্তুত হয়ে যায়। এই দিক থেকে নেগ্রি কোথাও বাদিউ-র সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেন। যদিও বাদিউ-এর সাবজেক্টিভিটি তৈরির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু ফারাক আছে। নেগ্রি বোধহয় দেল্যুজের দেখানো রাস্তা ধরে চলেন, যেখানে বাদিউ অনুসরণ করেন জাক লাকাঁর "Real"-কে "shift" করানোর মাধ্যমে এক সাবজেকচুয়াল অ্যাডভেঞ্চারের পথ। নেগ্রি, দেল্যুজ বা বাদিউ এবং অবশ্যই জাক রাঁশিয়ের আবার তাঁদের অগ্রজ লাকাঁ, ফুকো এবং অঁরি লেফেভর-এর মার্কসিস্ট চিন্তাধারার বহুলাংশে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে জাক দেরিদার ‘‘আনকনডিশনাল হসপিটালিটি’’ বা ‘‘শর্তহীন আতিথেয়তা’’-র সূত্র মার্কসিস্ট চিন্তাধারার স্পেকুলেটিভ দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন পথের দিশা দেয়। দেরিদা, অঁরি লেফেভর-এর "Residual Praxis"-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে মিশেল ঘটান হাইডিগারিয়ান-মার্কসিস্ট "Poetic Dwelling"-এর। প্রত্যেক পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট চিন্তাবিদই মার্ক্স-কে নিজের মতো করে ভেঙে গড়ে নিয়েছেন। এই রচনার অবকাশে প্রত্যেকের পদ্ধতিগত বিন্যাস-বৈচিত্র্যের আলোচনাই উঠে আসতে থাকবে—কখনো পৃথকভাবে, কখনো বা শর্ট-সার্কিটের মাধ্যমে।

কার্ল মার্ক্স তাঁর ১৮৪৪-এর Philosophic Manuscript-এ কম্যুনিজম সম্পর্কে বলেছিলেন— "Communism is the solution of the riddle of history and knows itself to be the solution." যে কম্যুনিজম ইতিহাসের ফাটলের গভীরে ঢুকে সমস্ত ‘‘প্রশ্নাতীত প্রশ্ন’’-গুলিকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে তা শুধু সমস্যার সমাধান নয় বরং পুঁজিবাদের কাছে নতুন সমস্যা রূপে উদ্ভূতও হয়। মার্ক্স নিজেই তাঁর "Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte" গ্রন্থে কম্যুনিজমকে বুড়ো ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা করেন— "But the revolution is thoroughgoing. It is still travelling through purgatory ... well burrowed, old mole! [P. 237] ছুঁচো প্রায়ান্ধ একটি প্রাণী। অগোচরেই সে মাটির নীচে নিজের সুড়ঙ্গ তৈরি করে। ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না মাটির কোনো জায়গা দিয়ে সে উঠবে এবং কখন উঠবে। কারখানায় ঘেরা "social-space" গঠনগত দিক থেকে অনেকটা ছুঁচোর গর্তের মতোই ছিল। ১৯৬৮-র মে মাসে ছুঁচোর আক্রমণে জেরবার হয় গোটা প্যারিস শহর। পুরো লাতিন আমেরিকা জুড়ে বিগত শতকে এত সংখ্যক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে যে বারে বারে হতচকিত হয়েছে পুঁজিবাদ। ফুকো যে "disciplinary society"-র কথা বলেছিলেন তা মূলত কারখানার সঙ্গে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ‘‘অর্গানাইজেশন’’-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল। ছুঁচোর গর্তে ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী সাপ প্রবেশ করেছে। পুঁজিবাদ ক্রমশ তৈরি করে নিয়েছে তার "smoothing process"। দেল্যুজ এবং গুয়াটারি তাঁদের "A Thousand Plateaus" বইতে দেখিয়েছেন, কিভাবে— Not even the image of the mole tunnels that characterised the structures of disciplinary society is valid in this case : it is not the structured pathways of the mole, but the infinite undulations of the snake that characterise the smooth space of the control societies." এই কন্ট্রোল সোসাইটির যে ডায়াগ্রাম দেল্যুজ ও গুয়াটারি তুলে ধরেন, তার সঙ্গে মাইক্রোচিপ কিংবা মরুভূমির সদা পরিবর্তনশীল বালিয়াড়ির গঠনের তুলনা করা যায়। মিশেল ফুকো বর্ণিত ডিসিপ্লিনারি সোসাইটিতে ‘‘প্যানঅপটিকন’’ কাজ করে থাকে অপরিবর্তনীয়

পরিসরে অথবা পরিচয়ের ওপর; যেখানে দেল্যুজ-দর্শিত কন্ট্রোল সোসাইটির লক্ষ্য হল "mobility এবং "anonymity"। দেল্যুজ ও গুয়াটারি এও বলেন যে— ".... in the smoothing process there reappear elements of striation carried to an unequalled point of perfection. In other words, in a certain sense, the crisis of the decline of "confinements" or institutions of civil society gives rise to the hypersegmentation of society." [Ibid, by Deleuze and Guattari, P-543]

শ্রমশক্তিই এত পিচ্ছিল, বহুধাবিভক্ত এবং বেনামী হয়ে গেছে যে শ্রম ও পণ্যের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এটাই উপরোক্ত "hypersegmentation"-এর প্রধান ‘‘অবদান’’। প্রাইভেটাইজেশন চলেছে তার নিয়ন্ত্রিত কিন্তু দুর্বার গতিতে।

কিন্তু মার্ক্স "The German Ideology"-তে উল্লেখ করেছিলেন কম্যুনিজম সম্পর্কিত এই সত্যটি "We call communism the real movement which abolishes the present state of things." মার্ক্সের এই মতাদর্শকে সামনে রেখে জাক রাঁশিয়ের সর্বপ্রথম তাঁর ১৯৭৪-এ প্রকাশিত "Althusser's Lesson" বইতে "Speculative Leftism" কথাটি প্রয়োগ করেন। এই স্পেকুলেটিভ লেফট-এরই আরেকটি রূপ বাদিউর ‘‘ফ্রেঞ্চ মাওইজম’’, যা একরকম "libertarian, authoritarian anti-statist Platonism" বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাদিউ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই Being and Event-এর "The Intervention" অধ্যায়ে বলেন—

"We can term speculative Leftism any thought of being which bases itself upon the theme of an absolute commencement." (P. 210) এই "absolute commencement" তার চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করে ঠিক তখনই, যখন নতুন হাইপোথেসিস রচনা এবং ওই হাইপোথেসিসের বিভিন্ন মোডালিটি সম্পর্কে সম্যক গাণিতিক প্রজ্ঞা অর্জন সম্ভবপর হয়। বাদিউ গাণিতিক প্রজ্ঞার দিকটির ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন— "Lacking the Idea, the popular masses' confusion is inescapable." [The Meaning of Sarkozy, A. Badiou, P-115]। বাদিউ, রাঁশিয়ের প্রমুখ যে ‘‘স্পেকুলেটিভ লেফ্ট’’-এর কথা বলেছিলেন সেই বামপন্থার আরেকটি রূপ জাক দেরিদা, জর্জিও আগামবেন, আর্নেস্তো ল্যাকলু, চান্তাল মুফে এবং আন্তোনিও নেগ্রি অনুসরণ করে থাকেন— যাকে সাধারণভাবে "ontological left" বলা হয়। এই সত্তাতাত্ত্বিক বামপন্থার সূত্রটি পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের দাপট অনুভূত হওয়ার অনেক আগেই ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন থিওডোর অ্যাডোর্নো— "ontology is understood and immanently criticized out of the need for it, which is a problem of its own." [Negative Dialectics, by Adorno. P. XX]

অ্যাডোর্নো তাঁর প্রিয় বন্ধু ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের "flaneur" চরিত্রটির বিশ্লেষণে ফ্ল্যানারের মধ্যে কির্কেগার্দ-কথিত "spy"-এর গন্ধ পেয়েছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে ১৯৩৯-এর পয়লা ফেব্রুয়ারি লিখিত চিঠিতে থিওডোর বন্ধু ওয়াল্টারকে মনে করিয়ে দেন—"Yet my general sense of direction suggests that here we find the real point of contact between your present essay (on Baudelaire) and the innermost intentions of the Arcades project. I would start from your critique of the antithesis Lukacs sets up between Balzac and Don Quixote ... The Balzacian transfiguration of the world of things, is also immediately connected with the gesture of the prospective buyer." ঠিক

যেমন আর্কেডস এর (বর্তমানে শপিং মল) ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন সম্ভাব্য ক্রেতা বুঝে ফেলে যে পণ্য এবং তার মধ্যে ফারাক গড়েছে শুধু কাচের একটি দেওয়াল। তাই সে দোকানে ঢুকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে চায় সংশ্লিষ্ট ''পণ্য''। দেখতে চায় যে বাইরে থেকে যতটা চমৎকার লাগছে, হাতের ছোঁয়ায় ততটাই উৎকৃষ্ট লাগে কিনা। সে যাচাই করে নিতে চায়। বাজিয়ে দেখতে চায়। তার মুখ অন্তত ঢেকে যায় না ''বিজ্ঞাপনে''। "This is how Balzac relates to human beings, investigating their market-value and simultaneously tearing off the mask which bourgeois standardization has imposed upon them. The "speculative" moment is common to both procedures." —যোগ করেন অ্যাডোর্নো। টনি নেগ্রি এবং মাইকেল হার্ড-ও এমন এক ধরনের "Multitude" গঠনের কথা বলেন যার মধ্যে এই বালজাকিয়ান "spy" এবং কিহোতিয়ান "errant"-এর যুগ্ম সমন্বয় কাজ করবে। তাহলে কিন্তু কমোডিটির অন্তর্নিহিত শ্রম-মূল্যকে পরিমাণগত কাঁটায় ''পরিমাপ'' করা থেকে বিরত থাকা যাবে। ''কমোডিটি-ফিশার''-কে মান্যতা না দেওয়াটিই নেগ্রির ভাষায় "subsumption" বলে গণ্য হয়। নেগ্রি বরং সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি প্রস্তাব রাখেন তাঁর "Time for Revolution" বইতে— "collective time comes to be realized through the productive time of the proletariat .... And thus to the construction of a temporal dimension proper to the proletariat." (P-74) নেগ্রির সত্তাতত্ত্ব প্রোলেতারিয়েতের টেমপোরাল ডায়মেনশনে। মার্ক্স দুই ধরনের ক্যাপিটালের কথা বলেছিলেন—কনস্ট্যান্ট এবং ভ্যারিয়েবল। এই ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটালের মধ্যে পড়ে— "the living labour that regenerates that which has been accumulated (existing as latent in accumulation) and makes of this the basis of a new valorization." (Kairos, by Negri, P-28) উত্তর-গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল বৌদ্ধিক এবং "immaterial" অর্থাৎ বস্তুসত্তাতাত্ত্বিক। মেটেরিয়ালের "in-itself-এর সঙ্গে উক্ত "immaterial ontology" সরাসরি সংযুক্ত এবং সংযোজিত হতে সাহায্য করে "living labour" বা বুদ্ধিমত্তা এবং সৃষ্টিশীলতাকে। এই পরিমন্ডলে একটি অল্টারনেটিভ প্যারাডাইম তৈরি হয়। সম্ভব হয় অন্য একটি বা অনেকগুলি মেশিনারির পক্ষে পুঁজিবাদের "rival" হিসেবে উঠে আসা। পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিজম অভিযোজন ঘটায় ''মেটাপলিটিক্স'', ''আর্কিপলিটিক্স'', ''ইনফ্রাপলিটিক্স'', ''ইম্পলিটিকাল'' প্রভৃতি শাখাস্রোতে। "Disagreement : Politics and Philosophy" বইয়ে ''আর্কিপলিটিক্স''-এর ধারণা দিতে গিয়ে রাঁশিয়ের গ্রীক 'arkhê' শব্দটির ওপর মনোনিবেশ করেন। প্লেটোর সময়ে কম্যুনিটির যেকোনো প্রোজেক্ট তৈরিই হত— "... on the complete realization of the "arkhê" of community, on its integral sensibilization, replacing without any leftover the democratic configuration of politics." (P-65) আর্কিপলিটিক্স তাহলে কম্যুনিজমের মেশিনারিকে সম্পূর্ণ রূপে বুঝে নিয়ে তবেই নির্দিষ্ট কিছু কোড্ তৈরি করে দেয়, যে কোডগুলি "mutate" করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী আপাত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে। আর্কিপলিটিক্সের সহযোগী এবং পরিপূরক অথবা পরিবর্ত আরেকটি ফর্ম্যাট হল ''প্যারাপলিটিক্স''। রাঁশিয়ের তাঁর "Disagreement"-এ বলছেন— "Modern parapolitics begins by inventing a specific nature, an 'individuality' strictly correlating to the absolute of a sovereign power that must exclude

quarreling between fractions; between parts and parties. It begins by initially breaking down the people into individuals, which in one go, exorcises the class war of which capitalist politics consists, in the war of all against all. (P-77-8) পুঁজিবাদ যে "every man for himself" এবং "war of all against all"-এর নীতি নিয়ে চলে তাকে প্রতিহত করাই প্যারাপলিটিক্সের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ''মেটাপলিটিক্স''-এর মূল প্রেরণা এবং উৎসব মার্ক্স-এর "On the Jewish Question" লেখাটি। ক্লাস স্ট্রাগলের যাবতীয় উপকরণ মেটাপলিটিক্স পুঁজিবাদের চোখের আড়ালেই রাখে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পূর্ণ অগোচরে কাজ করে যেতে পারে ''ক্লাস'' ব্যাপারটিরই বিলুপ্তিকরণের জন্য। সকলকে আনতে পরে কম্যুনিজমের এক ছাতার তলায়। সুতরাং "metapolitics becomes the scientific accompaniment of politics, in which the reduction of political forms to the forces of the class struggle is initially equivalent to the truth of the lie or the truth of illusion. But it also becomes political accompaniment of all forms of subjectivization, which posits as its hidden "political" truth the class struggle it underestimates and can not underestimate. Metapolitics can seize on any phenomenon as a demonstration of the truth of its falseness. [P-85, ibid]

মেটাপলিটিক্সকে ১৯৮০-র শেষ দিকে ''ইনফ্রাপলিটিক্স'' রূপে প্রয়োগ করার কথা বলেন রবার্তো এসপোসিতো এবং আলবার্তো মোরেইরাস। তাঁর "Linea de sombra. El no sujeto de lo politics"-বইয়ে মোরেইরাস বলেন—"It is therefore not a question of a theory or a typology of the nonsubject. The latter rather resists any will to theory and aspires to a certain dryness of the proposal. It seeks to expose, and thus also to expose itself. In the end it might be possible to think that there exists no satisfying knowledge of the nonsubject of any kind to which to latch onto but perhaps this insinuates the latent tremor of an obscure figure without which no politics whatsoever can matter at all."

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একটি ঘটমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলের অন্তর্নির্হিত একটি ভিন্নমুখী কম্পন সর্বদাই বর্তমান থাকে। এবং এই ভিন্নমুখী কম্পন যে কোনো মুহূর্তে ''রাজনীতি'' (politics)-কে সম্পূর্ণ নতুন ''রাজনৈতিক'' (Political) রূপ দিতে পারে। প্রকৃত কম্যুনিজম-কে কি সম্পূর্ণভাবে "represent" করা সম্ভব? কিন্তু কম্যুনিজম "always-already" ইনফ্রা-পলিটিক্স রূপে পলিটিকাল সিস্টেমের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই "infra-politics" কোনো "spectral form" নয়। এর একরত্তি "insinuation" বা ইঙ্গিত যেমন একাধারে গতানুগতিকতার সীমানা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিতে পারে, তেমনি নতুন সিস্টেমের জন্মও দিতে সক্ষম এবং তা একান্তই কম্যুনিজমই; কোনো "fringe element" নয়।

রবার্তো এসপোসিতো আরো এক ধাপ এগিয়ে "impolitical" নামক কম্যুনিস্ট ধারণার জন্ম দেন। এই "impolitical" সরাসরি ''ডান'' এবং ''বাম'' দুই পন্থাকেই খারিজ করে। এসপোসিতো তাঁর "Por un pensamiento de lo impolitico" প্রবন্ধে বলেন— "The impolitical negates political philosophy as the philosophical foundation of politics on behalf of philosophy. It negates it in the double sense of considering it harmful and at the same time impossible." এসপোসিতো যতটা না পলিটিকাল ফিলজফি নিয়ে আলোচনা

করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি ‘‘নিখাদ’’ পলিটিকাল। ‘‘ইমপলিটিকাল’’ কথাটির অর্থ ‘‘অ-রাজনৈতিক’’ নয়, বরং ‘‘নে-রাজনৈতিক’’। ‘‘ইমপলিটিকাল’’ মূলত ইনফ্রা-পলিটিকাল শিখাটিই প্রজ্জ্বলিত রাখে। যেকোনো সিস্টেমের "finitude"-টি তাকে ফিরিয়ে দেওয়াটা খুবই প্রয়োজন। কারণ তাহলেই তার চ্যুতিগুলি দৃষ্টিগোচর হবে। পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট মার্ক্সীয় চিন্তাধারা বা শাখাচিন্তাগুলি পরস্পরের পরিপূরক। দেল্যুজিয়ান অ্যাসেমব্লাজের মতোই এর ‘‘গঠন’’।

যদি বাদিউ-র ‘‘মেটাপলিটিক্স’’ এবং রাঁশিয়েরের ‘‘ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট’’ হয়ে থাকে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট মার্ক্সীয় চিন্তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ; তাহলে এই ধরনের আর্কিপলিটিকাল কম্যুনিজমের একটি চমৎকার ‘‘পারফরমেটিভ’’ রাঁশিয়েরের "The Ignorant Schoolmaster" বইটি। এখানে তিনি Joseph Jacotot নাম্নী এক স্কুলমাস্টারের কার্যপ্রাণালী তুলে ধরেন, যা পুঁজিবাদ নির্দেশিত সমাজ গঠনের সমস্ত সূত্রই বর্জন করে এবং সম্পূর্ণ "alternative" একটি কার্যপ্রকরণ তুলে ধরে। এখানে রাঁশিয়েরের "double operation" সম্পর্কিত বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়। ব্রুনো বস্তিল তাঁর "The Actuality of communism" বইতে— রাঁশিয়েরের এই বিশেষ লেখন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন—"For Rancière, I would argue, the purpose of thought always lies in this double procedure : to "reinsert" a discourse, a practice, a regime of doing, seeing or speaking into its system of constraints and to "derange" this system of constraints itself?? (P-134) রাঁশিয়ের তাঁর "The Philosopher and His Poor" বইতেও বলতে দ্বিধা বোধ করেননি যে যাকে আমরা ‘‘ডেফিনিট’’ মার্ক্সিজম বলে জানি—সেটি সবর্দাই বিনির্মিত হতে থেকেছে এবং তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বিভিন্ন ‘‘ভ্যারিয়েবল’’ রূপে। রাঁশিয়েরের মতে— "Sure but there is no pure essence of Marxism but there are Marxisms, determinate montages of theoretical and practical schemes of power." [La bergère au Goulag, Ranciere] জাক দেরিদা তাঁর "Specters of Marx"-এ ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু একটু অন্যভাবে। দেরিদার ক্ষেত্রে "Specters" বড্ডই বাস্তব। ‘‘স্পেকট্রাল’’ হচ্ছে তা-ই, যা আলবার্তো মোরেইরাসের ভাষায় ‘‘ইনফ্রা’’। দেরিদা তাঁর বহু-প্রত্যাশিত "Marx and Sons" প্রবন্ধে বলেন— "'Specters of Marx' analyzes, questions and – deconstructs the new laws of filiation, particularly patrimonial filiation, the law of the father-son lineage : whence the insistence on Hamlet ... This is a book about inheritance, though it should not be confined to the 'sons of Marx'. It is precisely a book about what "inherit" really means and how it enjoins, in a way, that is contradictory and contradictorily binding. How to respond to, how to feel responsible for a heritage that hands you down contradictory orders?" [Ghostly Demarcations by Derrida, Eagleton, Jameson and Negri et al. PP 219-231]

দেরিদা তাঁর নিজস্ব প্রজন্ম (যাতে বাদিউ, রাঁশিয়ের থেকে ইগলটন, জেমসন, নেগ্রি সকলেই পড়েন) ছাড়াও ভবিষ্যত প্রজন্ম, যেমন— ম্যানুয়েল ডিলাণ্ডা বা ক্যাথিরিন মালাবু বা মার্ক ফিশারের মত চিন্তাবিদকেও মার্ক্সের উত্তরাধিকারী রূপে চিহ্নিত করেন। উত্তরাধিকারের সঙ্গে অবশ্যই "incommensurability" কথাটি জড়িয়ে আছে, যে-কথার বিস্তার দেরিদা Politics of Friendship -এ ইতিমধ্যেই ঘটিয়েছেন।

ওয়ার্নার হ্যামেশারের "Lingua Amissa : The Messianism of Commodity-Language and Derrida's Specters of Marx" প্রবন্ধে দেখা যায় "Cloth speaks. It is Marx who says that cloth speaks ... The cloth, the web, speaks, that is the specter speaks. Commodity-language, the fetish, is a specter. The critique of political economy is understood as the critique of this spectral incarnationism." দেরিদার ‘‘স্পেকটারস অভ মার্কস’’ যেমন ‘‘উত্তরাধিকার’’-এর কথা বলে, তেমনি মার্ক্স-ও কেমনভাবে "language of cloth, the father, the capital"-এর ভূত দ্বারা আজীবন তাড়িত হয়েছেন—সেই কথাও বলে। চেষ্টা করে "language of the commodity"-কে "defetishise" করতে। দেরিদার উদ্দেশ্য—এই ভূতগ্রস্ততাকে বিশ্লেষণ করা, ভবিষ্যতের জন্য এই কমোডিটি-ল্যাঙ্গুয়েজের ‘‘ফেটিশ’’ নামক শেকলটি ছিঁড়ে দেওয়া। ‘‘ফেটিশ’’ নামক জামার নিচে যে আসল সামাজিক-সম্পর্কটি বর্তমান তাকে দেখানো এবং দেখতে পাওয়াই মার্ক্সের উত্তরাধিকারীদের কাজ। এখানে দেরিদা যে "messianic without messianism"-এর কথা বলেছেন তা মূলত "ammessianic" — প্রত্যাশার, প্রতিজ্ঞার পারফরমেটিভ। যে মার্ক্স কমোডিটি ফেটিশিজম সম্পর্কে নির্ভুল ছিলেন এবং সন্ত্রস্তও ছিলেন সেই ফেটিশিজমের ‘‘ভূত’’ দ্বারা, তিনি ভবিষ্যতেও আসতেই থাকবেন ভবিষ্যত প্রজন্মের ‘‘মার্ক্স’’ রূপে। দেরিদাই এই প্রথম দেখালেন যে ‘‘ভূত’’ কেবল অতীত নয়; বরং ভবিষ্যত থেকেও তা উঠে আসতে পারে। সেই মতো মার্ক্সের ‘‘ভবিষ্যত ভূত’’-রাও প্রস্তুত থাকবে তাঁর "messianic mark"-কে পুনরায় ‘‘পারফরমেটিভ’’-এ রূপান্তরিত করার জন্য। তাই দেরিদার ‘‘স্পেকটারস অভ মার্ক্স’’ একাধারে একটি "performative promise" এবং অন্যদিকে একটি "promise of performativity"। এবং হ্যাঁ—এই হল দেরিদীয় ‘‘ইনফ্রাপলিটিক্স’’।

দেরিদীয় কম্যুনিজমের আরেকটি পথ তাঁর ‘‘আনকন্ডিশনাল হসপিটালিটি’’ বা নিঃশর্ত আতিথেয়তার দর্শনে রেখাঙ্কিত। ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে মার্ক্স ‘‘মানুষ’’-কে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেন। মার্ক্সের মতে— "Man is first of all a being of need"। কিন্তু এই "need"-কে সংগঠিত করতে যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষকে অতিক্রম করতে হয়, তার মধ্যে একটি অদ্ভুত "poiesis" বা কাব্যিক সৃষ্টিধর্ম বর্তমান। এই "poiesis"-ই ভবিষ্যতের সামাজিক "praxis" গঠন করে। আবার একই সঙ্গে "poiesis" এবং "praxis" এর মধ্যে সঠিক মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য যে পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার তাকে কমোডিটি ফেটিশিজম ক্রমাগত গিলে ফেলতে থাকে এবং ক্ষয়ীভূত করে। মার্টিন হাইডিগার তাঁর "Poetically Man Dwells" প্রবন্ধে তাই বলেছিলেন— "But dwelling occurs only when poetry comes to pass and is present .... Poetry first of all admits man's dwelling into its very nature, its presencing being. Poetry is the original admission of dwelling". কারণ এই সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতিই একমাত্র আতিথেয়তাকে নিঃশর্ত বা "unconditional" করার ক্ষমতা রাখে। পোস্ট মর্ডানিস্ট দর্শন (অঁরি লেফেভর-এর মতে) পরিণত হয়েছে ‘‘মেটাফিলজফি’’-তে। এই মেটাফিলজফির একমাত্র উদ্দেশ্য ‘‘অ্যালিয়েনেশন’’ বা ‘‘পরকীকরণ’’-কে পরাভূত করা। ক্যাপিটালিস্ট শক্তি যতই চেষ্টা করুক "praxis"-কে বশীভূত করে "poiesis" এবং "praxis"-এর মধ্যে ব্যবধান তৈরি করতে; মেটাফিলজফি তার নিজস্ব "residual praxis"

নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। অঁরি লেফেভর তাঁর "Metaphilosophy" বইতে বলেন—Poiesis and praxis, today and now, starts from the residual. Its first act is to gather together the residues deposited by the systems that stubbornly persist without managing to constitute themselves as totalities, to "globalize" themselves." [P. 301]

দেরিদা সেই রেসিডুয়াল সূত্রটি ধরে নিয়েছেন। "Of Hospitality" গ্রন্থে তিনি বলেন— "An act of hospitality can only be poetic." এই উক্তির পিছনে লেফেভর-এর সঙ্গে এমানুয়েল লেভিনাসের ''নিঃশর্ততা''র প্রেরণাও বহুলাংশে ছিল। "Poetic" যখন "Performative level"-এ যায় তখনই মানুষ "self-less" হতে পারে বা নিজেকে খালি করতে পারে ''অন্য''-কে নিজের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। দেরিদা ভালোই জানতেন যে অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে কোন্ জায়গায় পৌঁছাতে পারে। তাই তাঁর শপথ ছিল ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সেই 'ভাষ্য' রেখে যাওয়া যে ভাষ্য প্রকারান্তরে কম্যুনিজমেরই। আমরা প্রত্যেকেই যখন প্রত্যেকের কাছে বিদেশী "foreigner's question"-টি একটি জ্বলন্ত সমস্যা। কিন্তু দেরিদীয় ''আর্কিপলিটিক্স'' অনুসারে অপরের ভাষ্য কখনোই স্বীয় ভাষ্য দ্বারা "decoded" হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ "self" হল "other"-এরই "detour"। অপরকে জায়গা দেওয়া উচিত নিজের মধ্যে; তার মধ্যে অনুভব করা উচিত নিজেকে। এটি ক্যাপিটালিজমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী একটি পথ। এই পথ— "towards hospitality, is a path towards disalienation, towards communism." দেরিদার ''কসমোপলিটানিজম'' বা বিশ্বজনীনতার ধারণাও কম্যুনিজমের "inner-contradiction" বা অন্তর্লীন বৈপরীত্যগুলির সহাবস্থানেই বিশ্বাসী। দেরিদা দর্শনের ধারণাটিরই আমূল পরিবর্তনে প্রয়াসী ছিলেন। জিল দেল্যুজ এবং ফেলিক্স গুয়াটারির মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট শক্তিকে পরাভূত করতে গেলে এবং দর্শনকে কম্যুনিস্ট ভাষ্যের পরিচয় পেতে হলে তার একাডেমিক খোলস ছেড়ে বের হতে হবে। দেল্যুজ ও গুয়াটারি তাঁদের ''আ থাউজেন্ড প্ল্যাটু'' বইতে বলেছিলেন— "For the race summoned forth by art or philosophy is not the one claims to be pure but rather an oppressed, bastard, lower, anarchical, nomadic and irremediably minor race." [P-109]

দেল্যুজ-গুয়াটারির দর্শন পরিচিত "philosophy of minor" হিসেবে। তাঁদের ''অ্যান্টি-ইডিপাস'' বইটি তো "orthodox marxism"-এর ফলিত রূপ বলে মনে করেন মাইকেল হার্ড। দেল্যুজ যে বইটি শেষ করে যেতে পারেননি, তার নামও ছিল "The Grandeur of Marx"। দেল্যুজের মতে ''জীবন'' নামক ঘটনাটিরই কোনো বিশেষ গঠন নেই। জীবন একটি বৈচিত্র্যে পূর্ণ ঘটমান পদ্ধতি মাত্র। একটি ''মেশ-ওয়ার্ক''। এখানে ''পলিটিক্স'' হল একটি শিল্প যা "molecular" বা "minor" হিসেবে যে কোনো হায়ারআর্কির বিরুদ্ধে তার অবিরাম ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে (becoming) চলতে থাকে। দেল্যুজ ও গুয়াটারি ''অ্যান্টি-ইডিপাস''—বইয়ে স্পষ্টতই বলেছেন— "The power of minority, of particularity, finds its figure or its univeral consciousness in the proletariat." [P-472] দেল্যুজ মনে করতেন জীবনের মোক্ষ যে কোনো তথাকথিত অচলায়তনকে

"deterritorialize" করার মধ্যেই নিহিত থাকে। জিগা ভার্তভ-এর ফিল্মগুলিরই মতো দেল্যুজের দর্শনও "dialectic of matter" নিয়েই কাজ করে এবং অ্যাসেমব্লিক কম্যুনিটি গঠনের দিকে এগিয়ে চলে।

তবে দেরিদা এবং দেল্যুজ দুজনেই তাঁদের মার্ক্সীয় দর্শন-পাঠ মিশেল ফুকো-র থেকেই পেয়েছেন। ফুকো তাঁর "Power / knowledge" -এ বলেছিলেন "It's not a matter of liberating truth from every system of power – but of detaching the power of truth from the social, economic, cultural forms of hegemony within which it operates at the present time. [P-132-3] ফুকো মূলত একটি অসাধারণ ''ক্লাস-ক্রিটিক''-এর সন্ধান দেন যা নলেজ-পাওয়ার-কে তার ''পাখির-চোখ'' করে ছিলায় টান দেয়। ফুকো সেই পাওয়ারের কথাই বলেন যা জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষের ব্যক্তিত্বকে হরণ করে। ফুকো বলেন— "When I evoke operations of power, I refer not only to the problem of the state apparatus, of the ruling class, of hegemonic castes .... but to an entire series of increasingly fine, microscopic powers, which are exercised on individuals in their daily conduct and right down to the level of their own bodies." [Dits et Écrits, Vol. 2, P. 771. Translated by Jacques Bidet]

এখানেই ''বায়োপলিটিক্স'' কথাটির জন্ম। বায়োপলিটিক্স প্রমাণ করে তার অস্তিত্ব—সম্পূর্ণ মাইক্রোলেভেলে ''বডি'' বা ''দেহ''-কে তার ইচ্ছে মতো চালনা করে। এই কারণে ফুকো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনোনিবেশ করেন "self-government" বা "self-management-এর ওপর। ''মাইক্রোস্কোপিক'' স্তরে ''সেল্ফ-গর্ভনমেন্ট'' বা আত্মপরিচালনার পদ্ধতিই নিওলিবারাল এবং পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট পাওয়ার-পলিটিক্স থেকে পৃথক একটি ''মাইনর-সিস্টেম'' হিসেবে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে। ক্যাপিটালিস্ট স্রোতের মধ্যেই এই অ্যাসেমব্লিক "desiring-flow" (দেল্যুজের ভাষায়) ভিন্নধর্মী কম্যুনিস্ট কারেন্ট তৈরি করতে পারে।

দেল্যুজ কিংবা দেরিদার থেকে ভিন্ন প্রকারে জর্জিও আগামবেন, ফুকোর "self-governmentality" এবং "biopolitics" -এর ধারণার সম্প্রসারণ ঘটান। ''হোমো সাকের'' বইতে আগামবেন প্রথম তাঁর "bare-life"-এর সূত্রটির কথা বলেন। ''বেয়ার লাইফ''-এর থিওরিটি সার্বভৌমত্বর একটি নতুন সংজ্ঞা দিয়ে থাকে। এইটি ক্যাপিটালিস্ট সার্বভৌমত্বের উল্টো দিকে মার্কসিয়ান প্রোলেতারিয়েতের সার্বভৌমত্বকে ''স্বকীয়'' রূপে পরিগণিত করে। কার্ল স্মিট বলেছিলেন— "Sovereign is who decides on the state of exception". আগামবেন তাঁর ভাষ্যে এই "state of exception"-কেই সার্বভৌমত্বের মূল সুর বলে ধরে নিয়েছেন। আগামবেন তাঁর "The Kingdom and The Glory" বইতে "the eclipse of sovereignty by a hierarchical brand of economic governance"-এর কথাও বলেন। তাই "Homo Sacer" যেমন "sacred man (of sovereignty)" —তেমনি আবার "accursed man (of sovereignty)"-ও বটে। আসল প্রোলেতারিয়েত তার জীবনের দ্বারাই একটি "outlaw" বলে পরিচিত হবে। তার কম্যুনিজম "bare life" বা "raw-life" দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। ক্যাপিটালিস্ট সভ্রেন-নির্ধারিত "law" দ্বারা নয়।

আগামবেনের এই "bare-life"-রচিত সার্বভৌমত্ব হল "plebs"-এর সার্বভৌমত্ব। এই "Plebian Sovereignty"-র সর্বাত্মক প্রয়োগ সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটিয়েছেন বলিভিয়ার হার্ডকোর মার্কসিস্ট নেতা এবং দার্শনিক গার্সিয়া লিনেরা এবং তাঁর সহযোগী গেরিলা ফাইটার টুপ্যাক কাতারি। গার্সিয়া লিনেরা মার্ক্সের এই মতে বিশ্বাস করেন— "Social reforms are never achieved because of the weakness of the strong but are always the result of the power of the weak." লিনেরা, যিনি গণিতজ্ঞও বটে, মনে করেন, সর্বহারাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে "curvature of a communist self-determination"-এর মাধ্যমে। লিনেরা একটি পার্টি গঠন করার কথা ভাবেন যা ক্যাপিটালিস্ট রিয়ালিটির পরিবর্ত একটি রিয়ালিটি নিয়ে আসতে সক্ষম। লিনেরা তাঁর "Autonomia indigena Y Estado multinacional"-এ বলেন— "The state is thus a total social relation, not only the ambition of the "capable" or the "power thirsty", the state in a certain way traverses all of us, which is where its public meaning stems from." স্টেটের গঠনই লিনেরার মতে, হচ্ছে "bare-life" থেকে। এ-সত্যিই এক চমকপ্রদ বিষয়। এর জন্য গার্সিয়া লিনেরা "autonomy of the workers" রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। পোস্টমর্ডানিস্ট সময়ে লিনেরা সত্যই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র, যিনি ‘‘থিওরি’’-কে ‘‘প্র্যাকটিস’’-এ রূপান্তরিত করেছেন।

মার্ক্স এখনো আছেন। এবং তিনি থাকবেনও, স্লাভোয় জিজেকের ভাষায় "marxist supernanny" হিসেবে। জিজেক তো "Failure of the Father Function" স্পষ্ট করেই দিয়েছেন তাঁর নিও-লাকানিয়ান-মার্ক্সীয় তত্ত্বের অবতারণায়। মার্ক ফিশারের মতে— "The Zizekian Marxist Supernanny has to sort out problems of socialization that the family can no longer resolve." [Capitalist Realism, Mark Fisher, P-71] ক্যাপিটালিস্ট শক্তি যদি "preventive measure"-কে সবসময়ই "pre-emptive measure"-এ পরিণত করে, তাহলে মার্কসিস্ট সুপারন্যানি-র কাজও হবে অনুরূপ। অর্থাৎ প্রত্যেক "Plan-A"-এর পিছনে একটি "pre-emptive" "plan-B" থাকবে। যে সব জায়গায় পুঁজিবাদ "need-fulfilment"-এর সমস্ত উপকরণ নিয়ে হাজির থাকবে সেখানেই এই "need"-এর মধ্যে লুক্কায়িত আসল "desire for freedom"-কে খুঁড়ে বার করতে হবে। এইভাবেই উত্তর-উত্তরগঠনবাদী মার্কসিজম তার নিজস্ব এথিক্স তৈরি করতে থাকবে।

এই লেখার ক্ষেত্রে যে-বইগুলোর পাঠ সহায়ক হয়েছে :

১. Marx-য়ের Early writings, (Penguin 1992). Grundrisse 18th Brumaire (Mondial Books, 2005).

২. Ranciere-য়ের The Ignorant Schoolmaster (Stanford 1991), Disagreement (Polity 2015), The poor and his philosopher (Duke 1983).

৩. Badiou-য়ের Communist Hypeothesis ও Metapolitics (দুটোই Verso, 2010).

৪. Bruno Bosteel লিখিত Actuality of Communism (Verso, 2011).

৫. Mark Fisher-য়ের Capitalist Realism (Zero Books, 2009).

৬. Antonio Negri-র The time for revolution (Bloomsbury, 2003), From the factory to the metropolis (Polity, 2017).

৭. Derrida-র Specters of Marx ও Cosmopolitanism and forgiveness (দুটোই Routledge, 1993, 2001), Of hospitality (Stanford, 1998).

৮. Deleuze-এর Anti Oedipus ও A thousand plateau (দুটোই Bloomsbury, 2011).

৯. Jacques Bidet-য়ের Foucault and Marx (Zed Books, 2016).

১০. Garcia Linera-র Plebian Power (Haymarket Books, 2015)

১১. Zizek-য়ের The Courage of Hopelessness (Penguin, 2017).

১২. Adorno-Benjamin Correspondences, Polity, 1999.